গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

ফেব্রুয়ারি/২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ	: ২৬.০২.২০১৮ খ্রিঃ
সময়	: সকাল ০১:০০ ঘটিকা
স্থান	: সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট -'ক'-তে দেখানো হলো।

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। মাসিক সমন্বয় সভার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি বলেন, সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সকল কর্মকর্তাকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। অতঃপর জানুয়ারি/২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় [illegible] সংশোধনী না থাকায় উক্ত সভায় কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়। তিনি ফেব্রুয়ারি/২০১৮ মাসের সমন্বয় সভার [illegible] (প্রশাসন)) কে অনুরোধ করেন। সভায় নিম্নরুপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
৪.১	রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (যাত্রীসেবা, নির্ধারিত সময় অনুসারে ট্রেন পরিচালনা ইত্যাদি)	১। সভায় যাত্রীসেবার মান-উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। সিনিয়র সহকারি সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, ৩০.০১.২০১৮ তারিখ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি জানান, সভায় যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যথাঃ নির্ধারিত সময়সূচী অনুসারে ট্রেন পরিচালনা করা, সর্বোচ্চ ৩০% দাঁড়ানো টিকেট ইস্যু করা, মোবাইল/হেডফোন ব্যবহারকারীদের রেল লাইনে চলাচল বা রেল পারাপারের সময় সতর্ক থাকার পরামর্শ দেয়া। ২। যাত্রীসেবার মান উন্নয়নের অংশ হিসেবে সভায় ট্রেন, ট্র্যাক, টার্মিনাল, অপেক্ষামান কক্ষ, ওয়াশরুমসহ অন্যান্য স্থাপনার পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার সাথে সাথে টিকেট কালোবাজারীসহ সব ধরনের অনিয়ম ও অপরাধমূলক কার্যক্রম রোধ করার বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	১। বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩০.০১.২০১৮ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়ন করবে ও নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবে। ২। ট্রেন, ট্র্যাক, টার্মিনালের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে অবহিত করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ১। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২	রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা	রেলওয়ের সম্পদ, যাত্রীর জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। Stone Throwing পুরোপুরি বন্ধ করতে তিনি অভিযানের পাশাপশি সচেতনতামূলক কর্মসূচী নিতে বলেন। রেলস্টেশন ও রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় হিজড়াদের উৎপাত বন্ধ, বস্তি উচ্ছেদ, পকেটমার, অজ্ঞান পার্টি ও ছিনতাই প্রতিরোধ এবং রেল লাইনে হাঁটা ও রেলে কাটাপড়ে প্রাণহানী বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে তিনি রেল পুলিশ ও রেল নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশনা প্রদান করেন। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব) জানান যে, পূর্বাঞ্চলের "Stone Throwing Area"- হিসেবে চিহ্নিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সেকশনে ০১ টি, আড়িখোলা সেকশনে ০২ টি এবং শিডিউল "এ" পরীক্ষার সময় চিহ্নিত ১২ টি সর্বমোট ১৫টি আন্তঃনগর ট্রেনের কোচে পাথর নিক্ষেপের তথ্য পাওয়া যায়। আরএনবি কর্ডনের মধ্যে আরএনবি সদস্য কর্তৃক পাথর নিক্ষেপকারীদের আটক করার অভিযান অব্যাহত আছে। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান, ২৯.০১.২০১৮ তারিখে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদেরকে অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে।	১। "Stone Throwing Area" সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে উক্ত এলাকার জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক ও গন্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করতে হবে এবং প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। ২। রেলস্টেশন ও রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় হিজড়াদের উৎপাত বন্ধ, বস্তি উচ্ছেদ, পকেটমার, অজ্ঞান পার্টি ও ছিনতাই প্রতিরোধ এবং রেল লাইনে হাঁটা ও রেলে কাটা পড়ে প্রাণহানী বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা। ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ১।অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা। ২। চীফ কমানড্যান্ট, (পূর্ব(পশ্চিম/, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

<table>
<tr>
<td>৪.৩</td>
<td>জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত</td>
<td colspan="3">জানুয়ারি/২০১৮ পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল ও শূন্য পদের বিবরণঃ
<table>
<tr><th colspan="4">রেলপথ মন্ত্রণালয়</th><th colspan="4">বাংলাদেশ রেলওয়ে</th></tr>
<tr><th>শ্রেণী</th><th>মোট পদ</th><th>জনবল</th><th>শূন্যপদ</th><th>শ্রেণী</th><th>মোট পদ</th><th>জনবল</th><th>শূন্যপদ</th></tr>
<tr><td>১ম</td><td>৪৩</td><td>৩৭</td><td>৬</td><td>১ম</td><td>৫৬৩</td><td>৪১৯</td><td>১৪৪</td></tr>
<tr><td>২য়</td><td>৩৩</td><td>৭</td><td>২৬</td><td>২য়</td><td>১৫৮৭</td><td>৯০১</td><td>৬৮৬</td></tr>
<tr><td>৩য়</td><td>৩০</td><td>১৮</td><td>১২</td><td>৩য়</td><td>২১৬৪৪</td><td>১২৯৮৯</td><td>৮৬৫৫</td></tr>
<tr><td>৪র্থ</td><td>২৯</td><td>২৫</td><td>৪</td><td>৪র্থ</td><td>১৬৪৮১</td><td>১১০০৭</td><td>৫৪৭৪</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৩৫</td><td>৮৭</td><td>৪৮</td><td>মোট</td><td>৪০২৭৫</td><td>২৫৩১৬</td><td>১৪৯৫৯</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) জানান যে, মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণির ৬ টি শূন্য পদ পিএসসি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পূরণযোগ্য , ২য় শ্রেণির ২৬ টি শূন্য পদ যা পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। শর্ত পূরণ না হওয়ায় পদোন্নতি দেয়া যাচ্ছে না। ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির মোট ১৬ টি শূন্যপদের মধ্যে ১০ ৩ হিসেবে %.৫৮ টি পদ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আবার অফিস সহায়ক হতে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার , ৩ মুদ্রাক্ষরিক পদে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের জন্য.২ টি পদ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ৩য় শ্রেণির ৫টি ও ৪ র্থ শ্রেণির দুটি পদে যোগ্য প ৭ টি মোট'্রার্থী না পাওয়ায় নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান, নব- নিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে একটি টাইম বাউন্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। সে মোতাবেক টাইম বাউন্ড কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে নিয়োগ কার্যক্রম চলছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল পদের লিখিত/ মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে সে সকল পদে দ্রুত নিয়োগ সম্পন্ন এবং মামলাজনিত কারণে যে সকল পদের নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত আছে সে সকল পদের মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম) কে পত্র লিখা হয়েছে। সভাপতি বলেন, শূন্যপদ দ্রুত পূরণের মাধ্যমে জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, যারা ট্রেনের যাত্রীসেবা নিশ্চিত করবে এবং ট্রেনকে সত্যিকারের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলবে।</td>
<td>১। উভয় অঞ্চলের নিয়োগ কার্যক্রম সময়সূচী অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।</td>
<td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td>
</tr>
<tr>
<td>৪.৪</td>
<td>রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাস।</td>
<td>১। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাত ভিত্তিক (যাত্রী, মালামাল, পার্শ্বেল ও অন্যান্য) রাজস্ব অর্জনের তথ্য নিম্নরূপঃ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) হতে প্রাপ্ত (জানু/২০১৮ পর্যন্ত) তথ্য
<table>
<tr><th>বিষয়</th><th>যাত্রী (লক্ষ টাকা)</th><th>মালামাল (লক্ষ টাকা)</th><th>পার্শ্বেল (লক্ষ টাকা)</th><th>বিবিধ (লক্ষ টাকা)</th><th>মোট (লক্ষ টাকা)</th></tr>
<tr><td>লক্ষ্য মাত্রা</td><td>৫৩০০০</td><td>২১১৬৬</td><td>৬৩৩১</td><td>৫১৬৬</td><td>৮৫৬৬৩</td></tr>
<tr><td>আয়</td><td>৮২২৮</td><td>২৫৫৫</td><td>১৫২</td><td>৬৮৩</td><td>১১৬১৮</td></tr>
<tr><td>অর্জন</td><td>১৫.৫২</td><td>১২.০৭</td><td>২.৪০</td><td>১৩.২২</td><td>১৩.৫৬</td></tr>
</table>
জানুয়ারি/২০১৮পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮৫৬৬৩ লক্ষ টাকা এবং অর্জন</td>
<td>১। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) এর প্রতিবেদ নের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য কমিয়ে আন তে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।</td>
<td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>১১৬১৮ লক্ষ টাকা অর্থ্যাৎ অর্জন মাত্র শতকরা ১৩.৬৫ ভাগ ।
অতিরিক্ত মহাপরিচালক(অর্থ) হতে প্রাপ্ত (ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত) তথ্য
<table>
<tr><th>বিষয়</th><th>যাত্রী (লক্ষ টাকা)</th><th>মালামাল (লক্ষ টাকা)</th><th>পার্শ্বেল (লক্ষ টাকা)</th><th>বিবিধ (লক্ষ টাকা)</th><th>মোট (লক্ষ টাকা)</th></tr>
<tr><td>লক্ষ্য মাত্রা</td><td>৪৪০০০</td><td>১৭৫০০</td><td>৫১৬৫</td><td>৪৩০০</td><td>৩১৩৬৫</td></tr>
<tr><td>আয়</td><td>৭০২৩</td><td>২৩৮৭</td><td>১৬৭</td><td>২৬৯</td><td>৯৮৪৬</td></tr>
<tr><td>অর্জন</td><td>১৫.৯৬</td><td>১৩.৬৪</td><td>৩.২৩</td><td>৬.২৫</td><td>৩১.৩৯</td></tr>
</table>
আবার, অতিরিক্ত মহাপরিচালক(অর্থ) হতে প্রাপ্ত (ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত) তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, APA-র ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩১৩৬৫ লক্ষ টাকা এবং অর্জন ৯৮৪৬ লক্ষ টাকা অর্থ্যাৎ অর্জন মাত্র শতকরা ৩১.৩৯ভাগ । খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব অর্জন সম্ভব হয়নি। সভায় APA-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিষয়ে আলোচনা হয়।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৪.৫</td>
<td>বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম।</td>
<td>জানুয়ারি/১৮ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের অঞ্চলভিত্তিক মোট জমি, অবৈধ দখলে থাকা জমি ও অবৈধ দখল উচ্ছেদপূর্বক দখলে আনা জমির তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয়ঃ
<table>
<tr><th>অঞ্চল</th><th>মোট জমি (একর)</th><th>জানুয়ারি/১৮ পর্যন্ত অবৈধ দখলে থাকা জমি (একর)</th><th>জানুয়ারি/১৮ মাসে উদ্ধারকৃত জমি (একর)</th><th>মাস শেষে অবৈধ দখলে থাকা জমি (একর)</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>২৪৪৪০.৯৩</td><td>৬৯৫.৭৩</td><td>২৫.৮৩</td><td>৬৬৯.৯</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৩৭৪১৯.৩৫</td><td>২৯১৭.৭৭</td><td>৪.১১</td><td>২৯১৩.৬৬</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬১৮৬০.২৮</td><td>৩৬১৩.৫০</td><td>২৯.৯৪</td><td>৩৫৮৩.৫৬</td></tr>
</table>
সভাপতি উচ্ছেদ অভিযান সন্তোষজনক নয় মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। অভিযান বাড়াতে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা (পশ্চিম) এর পত্র মোতাবেক উচ্ছেদ কার্যক্রমে উপযুক্ত সহযোগিতা দিতে তিনি মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে কে অনুরোধ করেন। উদ্ধারকৃত জমির দখল নিশ্চিত রাখা এবং বনায়নসহ যৌক্তিক ব্যবহারের স্বার্থে একটি মাস্টার প্লান তৈরী করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করেন।</td>
<td>১। নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনাসহ উচ্ছেদ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা (পশ্চিম) এর পত্র মোতাবেক উচ্ছেদ কার্যক্রমে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করবেন।

২। সরকারি দখল নিশ্চিত রাখা এবং বনায়নসহ সরকারি জমির যৌক্তিক ব্যবহারের স্বার্থে একটি মাস্টার প্লান তৈরী করতে হবে।</td>
<td>১। অতিরিক্ত সচিব (আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td>
</tr>
<tr>
<td>৪.৬</td>
<td>বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি</td>
<td colspan="3">জানুয়ারী/২০১৮ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সাটিফিকেট মামলার বিবরণঃ
<table>
<tr><th rowspan="2">ক্রমিক নং</th><th rowspan="2">রেলওয়ে অঞ্চল</th><th colspan="2">পূর্ব মাসের জের</th><th colspan="2">জানু/১৮ মাসে নিষ্পত্তি</th><th colspan="2">জানু/১৮ মাসে দায়ের</th><th colspan="2">জানু/১৮ মাসে সমাপনান্তে</th></tr>
<tr><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>আদায়কৃত টাকার পরিমাণ</th><th></th><th></th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>১</td><td>পূর্ব</td><td>১১২</td><td>৫,৭৫,৪১,০৭৭/-</td><td>-</td><td>১,৫৪,০৬১/-</td><td>-</td><td>-</td><td>১১২</td><td>৫৫,৭৩,৮৭,০৬১/-</td></tr>
<tr><td>২</td><td>পশ্চিম</td><td>৪৯</td><td>৩,৯৬,৮৩,২৭৩/-</td><td>-</td><td>১,২০,০০০/-</td><td>-</td><td>-</td><td>৪৯</td><td>৩,৯৫,৬৩,৪৭৩/-</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>মোট</td><td>১৬১</td><td>৯৭,২২৪,৩৫০/-</td><td>-</td><td>২,৭৪,০৬১/-</td><td>-</td><td>-</td><td>১৬১</td><td>৯৬,৯৫০,৫৩৪/-</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

		উপরোক্ত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় , জানুয়ারি/২০১৮ মাসে কোন মামলার নিষ্পত্তি হয়নি । তবে ২,৭৪,০৬১/- **টাকা আদায় হয়েছে।** সভাপতি যে সমস্ত সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমান বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম এরুপ মামলার তালিকা দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রদানের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে কে অনুরোধ করেন। জেলা প্রশাসকদের সাথে আলোচনা করে মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির জন্য তিনি ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।	১। জেলা প্রশাসকদের সাথে আলোচনা করে পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। যে সমস্ত সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমান বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম এরুপ মামলার তালিকা দ্রুত প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করতে হবে।	১। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব / পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর পরিশোধ।	বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট ভূমি উন্নয়ন কর হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের দাবী এবং পরিশোধিত ভূমি উন্নয়ন করের বিবরণঃ (সারণি নিচে)		

ক্র: নং	অঞ্চল	ডিসে/ ১৭ মাস পর্যন্ত দাবী (কোটি)	ভূমি উন্নয়ন কর খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ (২০১৭-১৮)	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ			মন্তব্য
				আগস্ট/১৭ পর্যন্ত পরিশোধিত (২০১৬-১৭)	অক্টোবর/১৭ পর্যন্ত পরিশোধিত	মোট পরিশোধ	
১	পূর্ব	৫.০০ কোটি	১৭.০০ কোটি	১০.০০ কোটি	-	-	দাবী পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে।
২	পশ্চিম	-	১২.০০ কোটি	৬.৬৬ কোটি	-	-	এ সি ল্যান্ড অফিস থেকে কোন দাবী এখনো পাওয়া যায়নি।
৩	মোট	৫.০০ কোটি	২৯.০০ কোটি	১৬.৬৬ কোটি	-	-	

		চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য মোট ২৯.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ যেন ফেরত না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য মহাপরিচালক (পূর্ব/পশ্চিম) কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১। ভূমি উন্নয়ন করের অর্থ যেন ফেরত না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ২। ভূমি উন্নয়ন করের অর্থ যাতে সময়মত পরিশোধ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট একাউন্টে তার প্রতিফলন ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।	১। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৮ জানুয়ারি/১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি এবং দাবী ও নিষ্পত্তির বিবরণঃ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ সংস্থা/অঞ্চল	জানুয়ারি/১৮ পর্যন্ত মোট আপত্তি				জানুয়ারি/১৮ মাসে নিস্পত্তি				জানুয়ারি/১৮ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তি ও দাবী			
		সাধারন	অগ্রিম	খসড়া	মোট দাবী	সাধারন	অগ্রিম	খসড়া	মোট আদায়	সাধারন	অগ্রিম	খসড়া	মোট টাকা
১	রেলপথ মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২	জিআইবিআর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩	বি আর	৫৮০	৫৩	১১০	১৩৬১২৬১	-	-	-	-	৫৮০	৫৩	১১০	১৩৬১২৬১
৪	বি আর (পূর্বঅঞ্চল)	৪৬৮৪	৫৪৯	১৬৭	৫৩৫২৫৯৬৩৯		১	-	২,২০,০১৮	৪৬৯৩	৫৪৮	১৬৭	৫৩৫০৪০৩৪১
৫	বিআর (পশ্চিমাঞ্চল)	৭৫৮২	৫৭৯	৩৩৭	১৫৮০৪০৬২	১৩	-	-	-	৭৫৭২	৫৭৯	৩৩৭	১৫৮০৪০৬২
৬	মোট	১২৮৩৬	১১৮১	৬১৪	৫৫৩৩৫৭১৯৭	১৩	১	-	২,২০,০১৮	১২,৮৪৫	১১৮০	৬১৪	৫৫২২০৫৬৬৪

	বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি।	উপস্থাপিত বিষয়ে দেখা যায়, জানুয়ারি/২০১৮মাসে নতুন অডিট আপত্তি হয়েছে ৯টি এবং ১ টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে যার আর্থিক মূল্য ২,২০,০১৮/- টাকা। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, তার কার্যালয়ের পত্র নং মপ/অহি/বিধি/সমন্বয়-সভা/২০০৬ (৩)-৩৭, তারিখ: ০৫.০২.২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রধানগনকে পত্র লেখা হয়েছে। এছাড়া , এ দপ্তর হতে গত ১৭.০১.১৮ হতে ১৪.০২.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৩৭ টি ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম) প্রতিটি অঞ্চলে মাসে ১২ টি করে প্রস্তাবিত সভা করলে আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি হবে মর্মে তার মতামত তুলে ধরেন।	১। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম) প্রতিটি অঞ্চলে মাসে ১২টি করে সভা করবেন এবং প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।	১। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব / পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.৯	ই-ফাইলিং/ই-টেন্ডারিং/ উদ্ভাবনী বিষয়।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, তার অধীনের সিএসটিই (টেলিকম) দপ্তরে গত ০১.০৭.১৭ হতে ১৪.০২.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫২ টি নথি ই-ফাইলিং সিস্টেম এ খোলা হয়েছে এবং ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে ১৮১ টি নোট উপস্থাপন ও নি ষ্পত্তি করা হয়েছে। ম্যানুয়েল বা হার্ড কপিতে নোট উপস্থাপন ও নিষ্পত্তি করা হয়েছে ৬০ টি। অর্থাৎ মোট কার্যক্রমের শতকরা ৭৫ ভাগ নথি ই-ফাইলিং এর মধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, পরিকল্পনা কোষ এবং সংস্থাপন দপ্তরের ই-ফাইলিং শুরু হয়েছে । বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির শর্ত পরিপালনে প্রতিমাসে ই-ফাইলিং এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করা দরকার মর্মে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মতামত ব্যক্ত করেন।	১। প্রতি শাখায় কমপক্ষে ৪০ ভাগ নথি ই-ফাইলিং এর আওতায় নিষ্পত্তি করতে হবে। ২। প্রোগ্রামার প্রতিমাসে উপস্থাপিত ও নিষ্পত্তিকৃত নথির সঠিক তথ্য সভায় উপস্থাপন করবেন।	১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ১। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

<table>
<tr>
<td>৪.১০</td>
<td>রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রম।</td>
<td>চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব) জানান, ট্রেনের ছাদে ও ইঞ্জিনে ভ্রমণ প্রতিরোধ, রেল লাইনের উপর দিয়ে চলাচল প্রতিরোধ, উচ্ছেদ অভিযান, তৈল চুরি প্রতিরোধ অভিযান, চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযান, রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, অবৈধ হকার উচ্ছেদ ইত্যাদি বিষয়ে জানুয়ারি/২০১৮ মাসে রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী ৩৮৬ টি অভিযান পরিচালনা করে ২৯২২ জনকে আটক করে ২১৭৯ জনের নিকট হইতে ভাড়া ও জরিমানা বাবদ ৩,৫৮,৯৬৯/- টাকা আদায় করা হয়েছে এবং মুচলেকা নিয়ে ৩২৮ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।
রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রমঃ
<table>
<tr><td>এলাকা</td><td>মাসের নাম</td><td>অভিযান সংখ্যা</td><td>গ্রেফতার কৃত আসামী</td><td>জরিমানা টাকা</td></tr>
<tr><td rowspan="2">পূর্ব</td><td>পূর্ব মাস</td><td>৩২৪</td><td>২২৯০</td><td>৩০৫২০০</td></tr>
<tr><td>জানু/১৮</td><td>৩৮৬</td><td>২৯২২</td><td>৩৫৮৯৬৯</td></tr>
<tr><td rowspan="2">পশ্চিম</td><td>পূর্ব মাস</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>জানু/১৮</td><td>-</td><td>১২১৭১</td><td>৭৮১১৪৯</td></tr>
</table>
সভায় রেলওয়ের সার্বিক নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনা হয়।</td>
<td>১। ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহন প্রতিরোধকল্পে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।
২। মাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৩। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/ পশ্চিম)।</td>
</tr>
<tr>
<td>৪.১১</td>
<td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি।</td>
<td>বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ে বিভাগীয় মামলার তথ্যাবলী নিম্নরূপঃ
বিভাগীয় মামলা (বাংলাদেশ রেলওয়ে)
<table>
<tr><td>পূর্ব মাসের জের</td><td>জানু/১৮ মাসে আগত মামলা</td><td>মোট মামালা</td><td>জানু/১৮ মাসে মাসে নিষ্পত্তি</td><td>মাস শেষে অনিষ্পন্ন মামালা</td></tr>
<tr><td>২৬১</td><td>১২</td><td>২৭৩</td><td>৪০</td><td>২৩৩</td></tr>
</table>
বিভাগীয় মামলা (রেলপথ মন্ত্রণালয়)
<table>
<tr><td>পূর্ব মাসের জের</td><td>জানু/১৮ মাসে মাসে আগত মামলা</td><td>মোট মামালা</td><td>জানু/১৮ মাসে মাসে নিষ্পত্তি</td><td>মাস শেষে অনিষ্পন্ন মামালা</td></tr>
<tr><td>৫১</td><td>০</td><td>৫১</td><td>০</td><td>৫১</td></tr>
</table>
বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। তদন্তাধীন সকল মামলার দ্রুত তদন্ত শেষ করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।</td>
<td>১। বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থ্যা গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td>
</tr>
<tr>
<td>৪.১২</td>
<td>অনিষ্পন্ন বিষয়</td>
<td>সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা উপস্থাপন করা হয় । ১ মাসের অধিক সময় ধরে কোন পেন্ডিং বিষয় না থাকলেও ৩ মাসের বেশী সময় ধরে পেন্ডিং বিষয়ের সংখ্যা ১০০ টি। পেন্ডিং বিষয়গুলি নিষ্পত্তির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।</td>
<td>১। অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td>
</tr>
</table>

	বিবিধঃ পাথর চুরি	সভাপতি বলেন যে, রেল লাইনের পাথর চুরির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। পাথর চুরি রোধসহ পাথর চুরির বিষয়ে যথাযথ তদন্ত করে এবং পাথর চুরি রোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	রেল লাইনের পাথর চুরির বিষয়ে যথাযথ তদন্ত, তল্লাশী চালানো এবং পাথর চুরি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা। ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। চীফ কমানড্যান্ট, (পূর্ব(পশ্চিম/, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.১৩ (খ)	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ	উপসচিব, প্রশাসন-২ শাখা জানান যে, বিভিন্ন দপ্তর থেকে চাহিত প্রতিবেদন যথাসময়ে না পাওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং অন্যান্য দপ্তরে নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ সম্ভব হয়না। প্রেরিত প্রতিবেদন ইউনিকোড ব্যবহার করে ই-মেইলে প্রেরণের অনুরোধ সত্ত্বেও তা প্রেরণ করা হয়না। ফলে, বিভিন্ন দপ্তর থেকে সংগৃহীত তথ্য/প্রতিবেদন সমন্বয় করে যথাসময়ে প্রেরণে কালক্ষেপন হয়। আবার, অনেক ক্ষেত্রে প্রেরিত প্রতিবেদন সুনির্দিষ্ট হয় না। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয়ের পত্রে 'হচ্ছে, হবে, প্রক্রিয়াধীন' প্রভৃতি শব্দ পরিহার করে প্রতিবেদন প্রদানের নির্দেশনা সভায় সকলকে পাঠ করে শোনানো হয়।	১। অগ্রগতি প্রতিবেদন চাহিত তারিখের মধ্যে প্রেরন করতে হবে। মাসিক প্রতিবেদন প্রতি মাসের ২ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে। ২। প্রতিবেদনের সফট কপি ইউনিকোড ব্যবহার করে আবশ্যিকভাবে ই-মেইলে প্রেরণ করতে হবে। ৩। 'হচ্ছে, হবে, প্রক্রিয়াধীন' প্রভৃতি শব্দ পরিহার করে সুনির্দিষ্ট তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব